নারদ ভক্তিসূত্র

মূল সূত্র, সরল অনুবাদ এবং টীকা-সমন্বিত

অনুবাদ এবং সম্পাদনা

নীলোৎপল সিন্‌হা

অনুবাদকের নিবেদন

পৌরাণিক যুগ থেকেই ভারতীয় মার্গ চিন্তায় ভক্তিরসের প্রভাব প্রবল এবং এর স্থান সর্বোচ্চ বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। 'নারদ ভক্তিসূত্র' সেই ভক্তিমার্গের একটি সহজ এবং উৎকৃষ্ট পথপ্রদর্শক। অষ্টাদশ পুরাণের সুবিশাল বিস্তৃতিতে যে ভক্তির কথা বারবার বলা হয়েছে, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের স্বল্প পরিসরে ঠিক সেই কথাই বলেছেন দেবর্ষি নারদ। এই ক্ষুদ্র নারদ ভক্তিসূত্রকে আত্মরূপ করা যেন সকল পুরাণ অধ্যয়নের নামান্তর। আধুনিক মানুষের কাছে এই গ্রন্থের নবমূল্যায়ন হ'ক এটাই অনুবাদকের একান্ত ইচ্ছা।

এই গ্রন্থের মূল সূত্রকে বাংলায় রূপান্তর করতে গিয়ে প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বাংলায় লুপ্ত 'অ'-এর ব্যবহার না থাকায় আধুনিক টাইপ সেটিংয়ে লুপ্ত 'অ'-এর ব্যবহার নেই। এই সমস্যার সমাধানের জন্য এখানে 'হ্'-কে লুপ্ত 'অ'-কার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই বিষয়ে পাঠকের সহায়তা একান্তভাবে কাম্য।

বিনীত
নীলোৎপল সিন্‌হা

নারদ ভক্তিসূত্র

অথাতো ভক্তিং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১॥

অনুবাদ। অতএব, এখন, ভক্তির ব্যাখ্যা বিবেচিত হ'ল।

সা তস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা॥ ২॥

অনুবাদ। এটি (ভক্তি) প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের প্রতি পরম প্রেমরূপ।

অমৃতস্বরূপা চ॥ ৩॥

অনুবাদ। এবং এটি (ভক্তি) অমৃতস্বরূপও।

যল্লব্ধা পুমান্ সিদ্ধো ভবতি, অমৃতো ভবতি, তৃপ্তো ভবতি॥ ৪॥

অনুবাদ। যেটি (পরম প্রেমরূপ এবং অমৃতস্বরূপ ভক্তি) অর্জন করে (ভক্ত) সিদ্ধি লাভ করে, অমরত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং পরম তৃপ্তি লাভ করে।

যৎপ্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্‌বাঞ্ছতি ন শোচতি ন দ্বেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি॥ ৫॥

অনুবাদ। যেটি (পরম প্রেমরূপ ভক্তি) অর্জন করে (ভক্ত) কোন কিছুতেই উদ্বেগ করে না, দুঃখ-শোক করে না, হিংসা-দ্বেষ করে না, কোন বস্তুর প্রতি আসক্ত থাকে না, কিংবা (কোন বিষয়াদি) ভোগে উৎসাহী হয় না।

যজ্‌জ্ঞাত্বা মত্তো ভবতি স্তব্ধো ভবতি আত্মারামো ভবতি

॥ ৬ ॥

অনুবাদ। যেটি (পরম প্রেমরূপ ভক্তি) অবগত হলে (ভক্ত) মত্তে (ঈশ্বর প্রেমে) পরিণত হয়, স্তব্ধ (শান্ত বা অত্মমগ্ন) হয়ে যায়, এবং অত্মারামে পরিণত হয়।

সা ন কাময়মানা নিরোধরূপত্বাৎ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। যেহেতু এটি (পরম প্রেমভক্তি) নিরোধরূপী, সুতরাং এটি কামনাযুক্ত হয় না।

টীকা। মহর্ষি নারদ পরবর্তী দুটি সূত্রে **নিরোধ** কথার অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন।

নিরোধস্তু লোকবেদব্যাপারন্যাসঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। প্রকৃতপক্ষে, সকল পার্থিব (লৌকিক) এবং ধার্মিক (বৈদিক) কর্ম ত্যাগকেই নিরোধ বলা হয়।

তস্মিন্ননন্যতা তদ্বিরোধিষূদাসীনতা চ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। ঈশ্বরে অনন্যতা (আন্তরিকতা ও এককভাবে ভক্তি), এবং তাঁর (ভক্তির) বিপরীত বা বিরুদ্ধ সকল বিষয়ে উদাসীনতাকেও নিরোধ বলা হয়।

অন্যাশ্রয়াণাং ত্যাগোঽনন্যতা ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। (ঈশ্বর ব্যতিত) অন্য আশ্রয়গুলি ত্যাগকে (ভক্তিতে) অনন্যতা (আন্তরিকতা) বলে।

লোকে বেদেষু তদনুকূলাচরণং তদ্বিরোধিষূদাসীনতা

॥ ১১ ॥

অনুবাদ। (ঈশ্বরোপযোগী) পার্থিব (লৌকিক) এবং ধার্মিক (বৈদিক) কর্মগুলি সম্পাদনদ্বারা (ঈশ্বর) অনুকূল কার্য করা এবং এর বিপরীত বা বিরুদ্ধ সকল বিষয়েগুলিতে পূর্ণ উদাসীনতা (হওয়াকে উদাসীনতা বলে)।

ভবতু নিশ্চয়দার্ঢ্যার্দূধ্বং শাস্ত্ররক্ষণম্॥ ১২॥

অনুবাদ। এইরূপে আন্তরিক ভক্তিতে নিশ্চিত হলেও শাস্ত্রকে রক্ষা করা উচিৎ, অর্থাৎ ঈশ্বর অনুকুল শাস্ত্রোক্ত কর্ম করা উচিৎ।

অন্যথা পাতিত্যাশঙ্কয়া॥ ১৩॥

অনুবাদ। নচেৎ (ভক্তির পথ থেকে) পতনের সম্ভাবনা থাকে।

লোকোঽপি তাবদেব কিন্তু ভোজনাদিব্যাপার স্ত্বাশরীর ধারণাবধি॥ ১৪॥

অনুবাদ। পার্থিব (লৌকিক) কর্ম ততক্ষণ (যতক্ষণ বাহ্যজ্ঞান নিরবচ্ছিন্ন থাকে), কিন্তু কর্মতৎপরতা, যেমন ভোজনাদি, যতক্ষণ শরীর বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ ক্রমাগত চলতে থাকে।

তল্লক্ষণানি বাচ্যন্তে নানামতভেদাৎ॥ ১৫॥

অনুবাদ। সেই জন্য, নানা মতভেদ অনুযায়ী (ভক্তির) লক্ষণগুলি এখন বলা হচ্ছে।

পূজাদিষ্বনুরাগ ইতি পারাশর্যঃ॥ ১৬॥

অনুবাদ। পরাশরপুত্র (শ্রীবেদব্যাস) বলেন, "ঈশ্বরের পূজা ইত্যাদিতে গভীর অনুরাগ হওয়াকেই ভক্তি বলে"।

কথাদিষ্বিতি গর্গঃ॥ ১৭॥

অনুবাদ। মহর্ষি গর্গ বলেন, "ঈশ্বরের কথা ইত্যাদিতে গভীর অনুরাগ হওয়াকেই ভক্তি বলে"।

আত্মরত্যবিরোধেনেতি শাণ্ডিল্যঃ॥ ১৮॥

অনুবাদ। মহর্ষি শাণ্ডিল্যর মতে, "আত্মরতির অবিরোধী আসক্তিকেই ভক্তি বলে"।

নারদস্তু তদর্পিতাখিলাচারতা তদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি॥ ১৯॥

অনুবাদ। দেবর্ষি নারদ বলেন, "ঈশ্বরের কাছে সকল কর্ম সমর্পণ এবং মূহুর্ত কালের জন্যেও ঈশ্বর বিস্মরণ হলে অত্যন্ত ব্যাকুল হওয়াকেই ভক্তি বলে"।

টীকা। অর্থাৎ এটাই নারদ ভক্তিসূত্রের মূল প্রতিপাদ্য।

অস্ত্যেবমেবম্ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ। (উপরি-উল্লিখিতের ন্যায়) ঠিক এইরূপই (ভক্তি) বিবেচিত হয়।

যথা ব্রজগোপিকানাম্ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। যেমন ব্রজগোপীদের প্রেমভক্তি।

তত্রাপি ন মাহাত্ম্যজ্ঞানবিস্মৃত্যপবাদঃ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ। তবুও (গোপীদের এই প্রেমভক্তিতে ঈশ্বরের) মাহাত্ম্যজ্ঞান বিস্মৃত হওয়ার অপবাদ ছিল না।

তদ্বিহীনং জারাণামিব ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ। ঈশ্বরজ্ঞান ব্যাতীত প্রেমভক্তি ব্যভিচারী প্রেমের সমান।

নাস্ত্যেব তস্মিনস্তৎ সুখসুখিত্বম্ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ। (প্রিয়তমের) এইরূপ ব্যভিচারী প্রেমের সুখে সুখী হওয়া যায় না।

সা তু কর্মজ্ঞানযোগেভ্যোহ্প্যধিকতরা ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ। এই (প্রেমরূপভক্তি) প্রকৃতপক্ষে কর্ম, জ্ঞান এবং যোগ হতেও উৎকৃষ্ট।

ফলরূপত্বাৎ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ। কারণ (এই ভক্তি) স্বয়ং (সকল যোগের) ফলস্বরূপ।

ঈশ্বরস্যাপ্যভিমান দ্বেষিত্বাদ্ দৈন্যপ্রিয়ত্বাচ্চ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। ঈশ্বরের অভিমানের প্রতি দ্বেষভাব এবং দৈন্যের প্রতি প্রিয়ভাব লক্ষিত হয়।

টীকা। অর্থাৎ ঈশ্বরের অপছন্দ অহংকার এবং এই কারনে ঈশ্বরের প্রীতি নম্রতায়।

তস্যা জ্ঞানমেব সাধনমিত্যেকে ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। কোন কোন আচার্যের অভিমত, “এর (ভক্তির) সাধন কেবল জ্ঞানকেই বুঝায়”।

অন্যোন্যাশ্রয়ত্বমিত্যন্যে ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। অন্যেরা (অন্য আচার্য়েরা) বলেন, “(ভক্তি ও জ্ঞান) পরস্পর একে অপরের আশ্রিত”।

স্বয়ং ফলরূপতেতি ব্রহ্মকুমারাঃ[1] *॥ ৩০ ॥*

অনুবাদ। ব্রহ্মকুমারেরা (অর্থাৎ সনৎকুমারাদি এবং নারদ) বলেন, “এটি (ভক্তি) স্বয়ং ফলরূপা”।

টীকা। এই ভক্তি কিরকম ফলরূপা? পরবর্তী তিনটি সূত্রে নারদ ভক্তির এই ফলরূপতা বুঝাচ্ছেন।

রাজগৃহভোজনাদিষু তথৈব দৃষ্টত্বাৎ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ। রাজগৃহ এবং ভোজনাদিতে এইরূপই দেখা যায়।

ন তেন রাজ পরিতোষঃ ক্ষুধাশান্তির্বা ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। এই কারনে (কেবলমাত্র জ্ঞানেই) না রাজা পরিতুষ্ট হন, না এতে ক্ষুধা মেটে।

টীকা। অর্থাৎ শুধুমাত্র (শব্দ) জ্ঞান থাকলেই ঈশ্বর প্রসন্ন হন না। ভক্তির দ্বারাই ঈশ্বরের প্রসন্নতা পাওয়া যায়।

---

[1] পাঠভেদে **ব্রহ্মকুমারঃ**।

তস্মাৎসৈব গ্রাহ্যা মুমুক্ষুভিঃ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ। সুতরাং, মোক্ষলাভে (সংসার বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভে) ইচ্ছুক ব্যাক্তিদের কেবল ঈশ্বর ভক্তিরই অন্বেষণ করা উচিৎ।

তস্যাঃ সাধনানি গায়ন্ত্যাচার্যাঃ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ। (প্রাচীন) আচার্য়েরা এই ভক্তি সাধনেরই বন্দনা গেয়েছেন।

তত্তু বিষয়ত্যাগাৎ সঙ্গত্যাগাচ্চ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ। প্রকৃতপক্ষে এটি (ভক্তির সাধন) বিষয় ত্যাগ এবং সঙ্গ ত্যাগের দ্বারাই সম্পন্ন হয়।

টীকা। অর্থাৎ বিষয়কে ত্যাগ করা এবং বিষয়ের আসক্তি ত্যাগের কথাই এখানে বলা হয়েছে।

অব্যাবৃত ভজনাৎ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ। (সেইরূপে) অখন্ড ভজন দ্বারা (ভক্তির সাধন) সম্পন্ন হয়।

লোকেঽপি ভগবদ্গুণশ্রবণকীর্ত্তনাৎ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ। (এমনকি) লোকসমাজে (পার্থিব কর্মে নিযুক্ত থাকা কালেও) ভগবদ্গুণ শ্রবণ এবং কীর্ত্তন দ্বারা (ভক্তির সাধন সম্পন্ন হয়)।

মুখ্যতস্তু মহৎকৃপয়ৈব ভগবৎকৃপালেশাদ্বা ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ। মুখ্যতঃ, (ভক্তির সাধন) মহাপুরুষগণের কৃপা বা লেশমাত্র ভগবদ্কৃপার দ্বারাই প্রাপ্ত হয়।

টীকা। সূত্র ৩৫ থেকে সূত্র ৩৮ পর্যন্ত মোট ছয় প্রকার ভক্তির সাধন প্রাপ্তি পথের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যথাক্রমে, ১। বিষয়কে ত্যাগ, ২। বিষয়ের আসক্তি ত্যাগ, ৩। অখন্ড ভজন, ৪। ভগবদ্গুণ শ্রবণ ও কীর্ত্তন, ৫। মহাপুরুষদের কৃপা, এবং ৬। বিন্দুমাত্র ভগবদ্কৃপা।

মহৎসঙ্গস্তু দুর্লভোঽগম্যোঽমোঘশ্চ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ। (কিন্তু) মহাপুরুষদের সঙ্গ দুর্লভ, অগম্য এবং অমোঘ।

লভ্যতেঽপি তৎকৃপয়ৈব॥ ৪০॥

অনুবাদ। (তথাপি) তাঁর (ভগবদ্-) কৃপাতেই (মহাপুরুষদের সঙ্গও) লাভ করা সম্ভব।

তস্মিনস্তজ্জনে ভেদাভাবাৎ॥ ৪১॥

অনুবাদ। (কারণ) ঈশ্বর এবং তাঁর ভক্তের মধ্যে ভেদের অভাব হয়।

টীকা। অর্থাৎ কোন প্রকার প্রভেদ থাকে না।

তদেব সাধ্যতাং তদেব সাধ্যতাম্॥ ৪২॥

অনুবাদ। কেবল এটাই (মহাপুরুষদের সঙ্গ) অর্জনের চেষ্টা করা উচিৎ।

দুঃসঙ্গঃ সর্বথৈব ত্যাজ্যঃ॥ ৪৩॥

অনুবাদ। দুঃসঙ্গ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিৎ।

টীকা। ঈশ্বরে অভক্তি, পার্থিব বিষয়ের (যেমন অর্থ, ভোগ ইত্যাদির) চিন্তা, দুরাচার, ব্যাভিচার, পরনিন্দা প্রভৃতিকে দুঃসঙ্গ বলে।

কামক্রোধমোহস্মৃতিভ্রংশবুদ্ধিনাশসর্বনাশকারণত্বাৎ॥ ৪৪॥

অনুবাদ। কারণ এটি (দুঃসঙ্গ) কাম, ক্রোধ, মোহ, স্মৃতিভ্রংশ, বুদ্ধিনাশ এবং সর্বনাশের কারণ হয়ে থাকে।

তরঙ্গায়িতা অপীমে সঙ্গাৎসমুদ্রায়ন্তি॥ ৪৫॥

অনুবাদ। যদিও (সূচনায়) এইগুলি (কামক্রোধাদি) ক্ষুদ্র তরঙ্গের আকারে আবির্ভূত হলেও, (দুঃসঙ্গের সাহচর্যে তারা) সমুদ্রের আকার ধারণ করে।

কস্তরতি কস্তরতি মায়াম্? যঃ সঙ্গাস্ত্যজতি যো
মহানুভাবং সেবতে, নির্মমো ভবতি॥ ৪৬॥

অনুবাদ। কে মায়াকে অতিক্রম করতে পারে? কে প্রকৃতই মায়াকে অতিক্রম করতে পারে? যে সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করে, যে মহানুভবের সেবা করে, এবং যে মমতারহিত (অর্থাৎ মায়ার বন্ধনহীন) হয় (সেই মায়াকে অতিক্রম করতে পারে)।

যো বিবিক্তস্থানং সেবতে, যো লোকবন্ধমুন্মূলযতি,
নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবতি, যোগক্ষেমং ত্যজতি॥ ৪৭॥

অনুবাদ। যে নির্জনে (একান্তে) বসবাস করে, যে লৌকিক বন্ধন ছিন্ন করে দেয়, যে ত্রিগুণের (সত্ত্বঃ, রজ, তম) প্রভাব মুক্ত হয়, এবং যে যোগ ও ক্ষেম পরিত্যাগ করে।

যঃ কর্মফলং ত্যজতি, কর্মাণি সংন্যস্যতি, ততো নির্দ্বন্দ্বো
ভবতি॥ ৪৮॥

অনুবাদ। যে কর্মফল ত্যাগ করে, (আতমসুখকেন্দ্রিক) কর্মগুলিকেও পরিত্যাগ করে এবং যে নির্দ্বন্দ্বো হয় যায়।

বেদানপি সংন্যস্যতি, কেবলমবিচ্ছিন্নানুরাগং লভতে

॥ ৪৯॥

অনুবাদ। যে বেদোক্ত (অর্থাৎ কর্মবাদী) ভাব পরিত্যাগ করে এবং যে কেবল অবিচ্ছিন্ন (ভগবদ্-) প্রেম-ভক্তি প্রাপ্ত হয়।

স তরতি স তরতি স লোকান্‌স্তারয়তি॥ ৫০॥

অনুবাদ। (যে এরূপ ভগবদ্‌প্রেম প্রাপ্ত হয়) সে মায়াকে অতিক্রম করে, সে প্রকৃতই মায়াকে অতিক্রম করে, এবং সে অপর লোকদেরও মায়ার (সাগর) অতিক্রম করতে সাহায্য করে।

টীকা। পুনরায় সূত্র ৪৬ থেকে সূত্র ৪৯ পর্যন্ত দেবর্ষি নারদ মায়ার বন্ধন থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার বারটি পথের নির্দেশ করছেন।

অনির্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্॥ ৫১॥

অনুবাদ। (এরূপ) ভগবদ্‌প্রেমের স্বরূপ অবর্ণনীয়।

টীকা। অর্থাৎ এই প্রেমকে শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা অসম্ভব।

মূকাস্বাদনবৎ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ। (এ যেন) মূক ব্যক্তির (সুস্বাদু খাদ্যের) স্বাদ গ্রহণের ন্যায়।

টীকা। মূক ব্যক্তির বাক্য না থাকায় সে আস্বাদিত খাদ্যের স্বাদ ব্যক্ত করতে পারে না।

প্রকাশতে[2] ক্বাপি পাত্রে ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ। কোন বিরল ব্যক্তির (যোগ্য গ্রহণকারীর) মধ্যে (এই ভগবদ্‌প্রেম) প্রকাশিত হতে দেখা যায়।

গুণরহিতং কামনারহিতং প্রতিক্ষণবর্ধমানমবিচ্ছিন্নং সূক্ষ্মতরমনুভবরূপম্ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ। (এই ভগবদ্‌প্রেম) গুণরহিত, কামনারহিত, সর্বদা বর্ধনশীল, বিচ্ছেদরহিত, অনুভবরূপী সূক্ষ্ম হতেও সূক্ষ্মতর।

তৎ প্রাপ্য তদেবাবলোকয়তি তদেব শৃণোতি তদেব ভাষয়তি তদেব চিন্তয়তি ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ। এই ভগবদ্‌প্রেম প্রাপ্ত হলে কেবল তাই (প্রেম) সর্বত্র দর্শন (উপলব্ধি) করে, কেবল তাই (প্রেমের ধ্বনি) শ্রবণ করে, কেবল তাই (প্রেম) বর্ণনা করে এবং কেবল তাই (প্রেম) চিন্তা (ধ্যান) করে।

গৌণী ত্রিধা গুণভেদাদার্তাদি ভেদাদ্বা ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ। গৌণী ভক্তি গুণ ভেদে (সত্ত্বঃ, রজ, তম) অথবা আর্তাদি ভেদে (আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী) তিন প্রকার।

উত্তরস্মাদুত্তরস্মাৎপূর্বপূর্বা শ্রেয়ায় ভবতি ॥ ৫৭ ॥

---

[2]পাঠভেদে **প্রকাশ্যতে**।

অনুবাদ। উত্তর-উত্তর ক্রমে পূর্ব-পূর্ব ক্রমের ভক্তি মহত্তম হয়ে ওঠে।

টীকা। অর্থাৎ তমগুণ হতে রজগুণ এবং রজগুণ হতে ক্রমানুসারে সত্ত্বগুণে উপনীত হওয়ার কথাই এখানে বলা হয়েছে।

অন্যস্মাৎ সৌলভ্যং ভক্তৌ ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ। অন্য সকল পথের (যেমন কর্ম-, যোগ- বা জ্ঞান-মার্গের) থেকে ভক্তি সুলভ (অর্থাৎ সহজ)।

প্রমাণান্তরস্যানপেক্ষত্বাৎ স্বয়ংপ্রমাণত্বাৎ ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ। যেহেতু ভক্তি অন্য কোন প্রমাণের উপর নির্ভর করে না, এটি স্বয়ং প্রমাণ স্বরূপ।

শান্তিরূপাৎপরমানন্দরূপাচ্চ ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ। এবং যেহেতু ভক্তি শান্তিরূপা ও পরম আনন্দরূপা।

লোকহানৌ চিন্তা ন কার্যা নিবেদিতাত্মলোকবেদত্বাৎ[3] *॥ ৬১ ॥*

অনুবাদ। (ভক্তের কাছে) লোকহানির চিন্তা কর্যকর হয় না কারণ সে আত্মনিবেদনের সাথেসাথে লৌকিক এবং বৈদিক কর্মগুলিকেও ঈশ্বরে নিবেদিত (বা সমর্পণ) করেছে।

ন তদ্‌সিদ্ধৌ[4] *লোকব্যবহারো হেয়ঃ কিন্ত ফলত্যাগস্তৎসাধনং চ কার্যমেব ॥ ৬২ ॥*

অনুবাদ। যতক্ষণ ভক্তিতে সিদ্ধি প্রাপ্তি না হয় ততক্ষণ লোকব্যবহার (অর্থাৎ লৌকিক এবং বৈদিক কর্মগুলিকে) পরিত্যাগ করা উচিত নয়, কিন্ত (কর্ম-) ফল ত্যাগ করে সাধনা করাই (ভক্তের) প্রয়োজন।

টীকা। অর্থাৎ নিষ্কাম সাধনার পথই ভক্তির পথ।

---

[3]পাঠভেদে **লোকবেদশীলত্বাৎ**।
[4]পাঠভেদে **তৎসিদ্ধৌ**।

স্ত্রীধননাস্তিকবৈরিচরিত্রং[5] ন শ্রবণীয়ম্‌॥ ৬৩॥

অনুবাদ। (কাম উৎপন্নকারী) স্ত্রী, ধন-সম্পত্তি, (ঈশ্বরে অবিশ্বাসী) নাস্তিক এবং শত্রুর (অর্থাৎ ঈশ্বরের বা ভক্তের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন কারোর) কথা শোনা উচিৎ নয়।

অভিমানদম্ভাদিকং ত্যাজ্যম্‌॥ ৬৪॥

অনুবাদ। অভিমান, দম্ভ ইত্যাদিও ত্যাগ করা উচিৎ।

তদর্পিতাখিলাচারঃ সন্‌ কামক্রোধাভিমানাদিকং তস্মিন্নেব করণীয়ম্‌॥ ৬৫॥

অনুবাদ। সমস্ত (আচরণ বা কর্মতৎপরতা) ঈশ্বরে সমর্পণ করার পর (ভক্তের) কাম-ক্রোধ-অভিমান ইত্যাদি কেবল তাঁর (ঈশ্বরের) প্রতি সমর্পিত করা উচিৎ।

ত্রিরূপভঙ্গপূর্বকং নিত্যদাসনিত্যকান্তাভজনাত্মকং বা প্রেমৈব কার্যম্‌, প্রেমৈব কার্যম্‌॥ ৬৬॥

অনুবাদ। তিন রূপ (প্রভু, সেবক ও সেবা) অতিক্রান্ত হয়ে নিত্য দাসের ন্যায় বা নিত্য কান্তার (পত্নির) ন্যায় ভজনার দ্বারা কেবল প্রেমই করা উচিৎ, পুনঃ পুনঃ প্রেমই করা উচিৎ।

ভক্তা একান্তিনো মুখ্যাঃ॥ ৬৭॥

অনুবাদ। একান্ত ভক্তই মুখ্য (শ্রেষ্ঠ)।

টীকা। যখন ভক্তের একমাত্র লক্ষ্যই ঈশ্বর এবং ভক্তির পথ কেবল ঈশ্বরেই নির্দেশিত হয়, তখন সে পার্থিব সকল বস্তুর উপরে উঠে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে।

কন্ঠাবরোধরোমাঞ্চাশ্রুভিঃ পরস্পরং লপমানাঃ পাবয়ন্তি কুলানি পৃথিবীং চ॥ ৬৮॥

---

[5]পাঠভেদে **স্ত্রীধননাস্তিকচরিত্র।**

অনুবাদ। যখন (এই একান্ত ভক্তদের) কন্ঠ অবরূদ্ধ হয়, শরীরে রোমাঞ্চ হয়, চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পরে, পরস্পর কথোপকথন কালে শব্দ জরিয়ে যায়, (তখন) তাঁরা তাঁদের নিজকুলকে পবিত্র করে, (শুধু তাই নয়), পৃথিবীও পবিত্র হয়।

তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি সুকর্মীকুর্বন্তি কর্মাণি সচ্ছাস্ত্রীকুর্বন্তি শাস্ত্রাণি ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ। (এই একান্ত ভক্তদের দ্বারা) তীর্থ সুতীর্থরূপে পরিগণিত হয়, কর্ম সুকর্মরূপে প্রতিভাত হয় এবং শাস্ত্র সৎশাস্ত্ররূপে গৃহীত হয়।

তন্ময়াঃ ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ। (এই একান্ত ভক্তেরা) তন্ময় হন।

টীকা। অর্থাৎ তাঁরা তাঁদের সর্বস্য ঈশ্বরে অর্পণ করে জগৎ সম্বন্ধে বিস্মরণ হয়ে ভগবৎময় হয়ে যান।

মোদন্তে পিতরো নৃত্যন্তি দেবতাঃ সনাথা চেয়ং ভূর্ভবতি ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ। তাঁদের পিতৃপুরুষগণ আহ্লাদিত হন, দেবগণ নৃত্যরত হন এবং পৃথিবী নাথ (ত্রাণকর্তা) যুক্ত হন।

নাস্তি তেষু জাতিবিদ্যারূপকুলধনক্রিয়াদিভেদঃ ॥ ৭২ ॥

অনুবাদ। (তাঁদের) জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন-সম্পত্তি, বা (কুল, ধর্ম প্রভৃতির) ক্রিয়া ইত্যাদির ভেদ থাকে না।

যতস্তদীয়াঃ ॥ ৭৩ ॥

অনুবাদ। (তাঁরা) তাঁরই (ঈশ্বরেরই) হয়ে যান।

বাদো নাবলম্ব্যঃ ॥ ৭৪ ॥

অনুবাদ। (তাঁদের) বাদ-বিবাদ করা উচিৎ নয়।

বাহুল্যাবকাশাদনিয়তত্বাচ্চ ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ। কারণ (বাদ-বিবাদ) বাহুল্যের অবকাশ (অর্থাৎ সীমাহীন) হয়ে থাকে এবং অনিয়ত (অমীমাংসিত) হয়।

ভক্তিশাস্ত্রাণি মননীয়ানি তদুদ্বোধক কর্মাণ্যপি করণীয়ানি

॥ ৭৬ ॥

অনুবাদ। ভক্তিশাস্ত্র মনন করতে থাকা উচিত এবং তাদের নির্দেশাবলী অধ্যবসায়ের সঙ্গে অনুসরণ করা উচিৎ।

সুখদুঃখেচ্ছালাভাদিত্যক্তে কালে প্রতীক্ষ্যমাণে ক্ষণার্দ্ধমপি ব্যর্থং ন নেয়ম্ ॥ ৭৭ ॥

অনুবাদ। (কোন এক অনুকূল সময়ে) সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, লাভ ইত্যাদি পরিত্যাগ হয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় অর্ধক্ষণও ব্যর্থ কাটানো উচিত নয়।

অহিংসাসত্যশৌচদয়াস্তিক্যাদিচারিত্রাণি পরিপালনীয়ানি

॥ ৭৮ ॥

অনুবাদ। অহিংসা, সত্য, শৌচ, দয়া, আস্তিকতা (ঈশ্বরে ভক্তি) ইত্যাদি সৎচরিত্রগুলি (অর্থাৎ সদাচারগুলি) সঙ্গতিপূর্ণভাবে পালন করা উচিৎ।

সর্বদা সর্বভাবেন নিশ্চিন্তিতৈর্ভগবানেব ভজনীয়ঃ ॥ ৭৯ ॥

অনুবাদ। সর্বদা সর্বভাবের থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে শুধুমাত্র ভগবানের ভজনা করাই উচিৎ।

স কীর্ত্যমানঃ শীঘ্রমেবাবির্ভবতি অনুভাবয়তি চ ভক্তান্

॥ ৮০ ॥

অনুবাদ। ভজনায় তুষ্ট ভগবান শীঘ্রই (ভক্তের নিকট) আবির্ভূত হন এবং ভক্তদের তাঁর অনুভব করতে দেন।

ত্রিসত্যস্য ভক্তিরেব গরীয়সী, ভক্তিরেব গরীয়সী ॥ ৮১ ॥

অনুবাদ। তিনটি সত্যের (কায়িক, বাচিক ও মানসিক বা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ) মধ্যে কেবল ভক্তিই শ্রেষ্ঠ, বাস্তবিকই, কেবল ভক্তিই শ্রেষ্ঠ।

গুণমাহাত্ম্যাসক্তিরূপাসক্তিপূজাসক্তিস্মরণাসক্তিদাস্যাসক্তিসখ্যা-সক্তিকান্তাসক্তিবাৎসল্যাসক্ত্যাত্মনিবেদনাসক্তিতন্ময়তাসক্তিপরম-বিরহাসক্তিরূপাধাপ্যেকাএকদশধা ভবতি ॥ ৮২ ॥

অনুবাদ। গুণমাহাত্ম্যশক্তি, রূপশক্তি, পূজাশক্তি, স্মরণশক্তি, দাস্যশক্তি, সখ্যশক্তি, কান্তাশক্তি, বাৎসল্যশক্তি, আত্মনিবেদনশক্তি, তন্ময়তাশক্তি এবং পরমবিরহশক্তি এই একাদশরূপে ভক্তি প্রকটিত হয়।

ইত্যেবং বদন্তি জনজল্পনির্ভয়া একমতাঃ কুমারব্যাসশুকশাণ্ডিল্যগর্গবিষ্ণুকৌণ্ডিন্যশে যোদ্ধবারুণিবলিহনুমদ্বিভীষণাদয়ো ভক্ত্যাচার্যাঃ ॥ ৮৩ ॥

অনুবাদ। এইরূপে, ভক্তি পথের আচার্যেরা, যথা - (সনৎ-) কুমার, ব্যাসদেব, শুকদেব, শাণ্ডিল্য, গর্গ, বিষ্ণু, কৌণ্ডিন্য, শেষ (শেষনাগ), উদ্ধব, আরুণি, বলি, হনুমান, বিভীষণ ইত্যাদি, লোকনিন্দা বা লোকস্তুতিকে গ্রাহ্য না করে, এই অভিমতই দেন।

টীকা। অর্থাৎ ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ পথ, এই অভিমতই দেন।

য ইদং নারদপ্রোক্তং শিবানুশাসনং বিশ্বসিতি শ্রদ্ধত্তে স প্রেষ্ঠং লভতে স প্রেষ্ঠং লভতে ইতি ॥ ৮৪ ॥

অনুবাদ। যাঁরা নারদ কথিত এই শিবানুশাসনে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন তাঁরা (ঈশ্বরের-) প্রেম প্রাপ্ত হন, অবশ্যই, (ঈশ্বরের-) প্রেম প্রাপ্ত হন।

ওঁ তৎ সৎ